প্রাণভোমরার সন্ধানে

প্রাণভোমরার সন্ধানে

(বামপন্থার আর্থসামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান)

দেবজ্যোতি চক্রবর্ত্তী

ব ই ব ন্ধু

Pranbhomrar Sandhane
by Debajyoti Chakraborty
Published by Boibondhu Publications Private Limited
26/2 Surya Sen Street, Kolkata 700009

© Debajyoti Chakraborty

ISBN 978-81-977763-5-9

প্রচ্ছদ : সৌরভ মিত্র
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক : মুদ্রণ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা ৭০০০৫৪

মূল্য : ২৯৯/-
Price : $ 7.5

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এই শ্রদ্ধার্ঘ উৎসর্গ করলাম,
নাম না জানা, সারা বিশ্বের সেই সকল মানব-মানবীকে, যারা বামপন্থার দ্বারা
হতাহত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছেন।

বিষয়সূচী

ভূমিকা.....৯

প্রথম অধ্যায়— বামপন্থার পরিচিতি.....১৩

- *পূর্বকথা-কার্যকারণ অনুসন্ধান ১৩*
- *হাতেখড়ি ১৭*
- *বহিরাবরণ ২৪*
- *ইমপ্যাক্ট— মানব ইতিহাসে প্রভাব ২৬*

দ্বিতীয় অধ্যায়— অন্বেষণ— বাংলার আতসকাঁচে ৩০

- *বাংলা— কালচারাল মার্ক্সিজিম ও পরীক্ষাগার ৩০*
- *বাংলার মাটি উর্বর 'খাঁটি' ৩৪*
- *ট্রান্সফরমেশন— কালচারাল বামপন্থা থেকে সাইকোলজিক্যাল বামপন্থায় পাড়ি ৩৮*
- *বাংলা— বামপন্থা ও গতিপথ ৪০*

তৃতীয় অধ্যায়— চেনা-অচেনা বামপন্থা ৪৮

- *বামপন্থার একমাত্র উদ্দেশ্য উপনিবেশ গঠন ৪৮*
- *বামপন্থার মূলশক্তি মধ্যবিত্ত সমাজ ৫৬*
- *বামপন্থার আঁতুড়ঘর দেশের শিক্ষাঙ্গন ৬০*
- *বামপন্থা— একটি 'রিলিজিয়ন' ৬২*
- *বামপন্থা— মানসিক বৈকল্য ও মনোবিকার ৬৮*
- *বামপন্থী ইকোসিস্টেম ৭৩*
- *বামপন্থী জোম্বি উৎপাদন— কৌশল, পরিণাম ও উপায় ৭৭*
- *বামপন্থা— মিথ্যা— কলরব ৮২*

চতুর্থ অধ্যায়— প্রাণভোমরার সন্ধানে.....৮৭

- *প্রাণ ভোমরা— কি ও কেন ৮৭*
- *ক্রাইসিস— বামপন্থী অরাজকতার উৎস ৮৮*
- *ক্রাইসিস— বিপ্লবের পরে ৯৪*
- *ক্রাইসিস নির্মাণ ১০১*
- *ক্রাইসিস নির্মাণ— গ্রাম ও শহরের ভিন্ন মাত্রা ১০৪*
- *মানব মনের প্রকৃতিগত স্বভাব— দ্বন্দ্ব ১০৮*
- *আত্মিক ক্রাইসিসের দ্বান্দ্বিকতা ১১১*
- *আত্মিক ক্রাইসিস ও সমাজ বিজ্ঞান ১১৬*

পঞ্চম অধ্যায়— ছদ্ম-বামপন্থার লক্ষণ ১১৮

- *লক্ষণ— রোগ নির্ণয় ১১৮*
- *সাধারণ কিন্তু বহুল প্রচলিত ছদ্ম-বামপন্থা ১২৬*
- *ন্যারেটিভ নির্মাণ— সব শিবিরেই বাম ১৫১*
- *ভারতীয় রাজনীতি— অধিকাংশই বাম ১৫৮*

ষষ্ঠ অধ্যায়— সমাধানের সন্ধানে ১৬৭

- *বৈদিক ও মার্ক্সীয় সাম্যবাদ—*
  তুলনামূলক আলোচনা ১৬৭
- *মার্ক্সীয় দর্শনের স্থূলতা— বাদ-বিবাদ-বাদানুবাদ ১৭৩*
- *সাম্যবাদের প্রয়োজন নাকি সাম্যবোধের? ১৭৬*
- *সর্বগ্রাসী 'বাদ' ও সর্বসমন্বয়ী 'বোধ' ১৭৮*

ভূমিকা

লেখক বলতে যে সম্মানিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কথা আমরা বুঝি,তাদের সঙ্গে দূর দূরান্ত পর্যন্ত আমার সম্পর্কও নেই,সেই যোগ্যতাও নেই। তবুও বামপন্থা নিয়ে লেখার ইচ্ছা দীর্ঘদিনের। কিন্তু লিখব বললেই তো লেখা হয়ে ওঠেনা। স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনে এত রকমের চাপ ও সাংসারিক বিভিন্ন কাজ থাকে যে তাতেই আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা আটকে থেকে যায় এবং মনের ইচ্ছাগুলি প্রয়োজনের কাছে গোহারা হেরে যায়। ৯০-র দশকে যখন বামপন্থা এই বাংলায় অপ্রতিরোধ্য, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী তখন ভাগ্যগুণে বা দোষে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মলাভ করি। আজ যখন জীবনের পড়ন্ত বিকালে এসে পৌঁছেছি, তখন মনে হয় আমার দেখা পশ্চিমবঙ্গে, বায়ুমন্ডলে উপস্থিত অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ,নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসগুলি পর্যন্ত আলিমুদ্দিন থেকে পাওয়া ডিক্রি অনুসারেই বাতাসে মিশ্রিত হতে পারতো। সেই স্কুল জীবন থেকে বামপন্থাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, উপলব্ধি করেছি এবং তার বিষাক্ত,কদর্য রূপের প্রকাশ দেখেছি। বারবার মনে হতো জীবন দিয়ে যে উপলব্ধি এসেছে বামপন্থার বিষয়ে সেই উপলব্ধি শুধু নিজের মধ্যে না রেখে বাকি সকলকে জানানো একান্ত প্রয়োজন। এমনও নয় যে বামপন্থার এই ঘৃণ্য উপলব্ধি শুধু আমার একারই হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ বামপন্থার অত্যাচার,অনাচার, উৎপীড়নের শিকার,তবুও বামপন্থার স্বরূপ সন্ধান আজও সার্বিকভাবে হয়নি। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে বামপন্থার আপাত আকর্ষণ মানুষের মনকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণের টানেই ছুটে যাওয়া মানুষ, নিজের অজান্তেই একটি মস্ত বড় ও সর্বাধিক বিপদজনক আইডিওলজির গড্ডালিকা প্রবাহে আটকে পরে। এই আকর্ষণ জন্মায় মূলত অজ্ঞতা এবং প্রোপাগাণ্ডার কারণে। তাই বারবার মনে হতো বামপন্থা চেনা ও চেনানো খুবই দরকার। বড় বড় দার্শনিক বুলি দিয়ে দুটি বাদের মধ্যে বাদানুবাদ চলতেই পারে কিন্তু বিজিত বা পরাজিত বাদের প্রভাবে আসা অতিসাধারণ মানুষ গুলি আদৌ উচ্চকোটির দর্শন নিয়ে মাথা ঘামায় না বা জীবন সংগ্রামের কারণে মাথা ঘামানোর অবসরই থাকেনা। একজন অতিসাধারণ খেটে খাওয়া,

সাংসারিক দায়িত্ব পালন করে জীবন কাটানো মানুষ কিংবা স্কুল কলেজে পাঠরত/রতা ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে চিনতে পারবে বামপন্থা ও বামপন্থীকে! এই একটি প্রশ্ন থেকেই বইটি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে আছে বামপন্থার বিষাক্ত ছোবল। নিজেদের অজান্তেই আমরা সেই বিষ গ্রহন করি এবং স্ব-ইচ্ছায় ধীর লয়ে জাতি মৃত্যুশিয়রে পৌঁছে যায়। কিভাবে সেই বিষ,ফণা এবং বিবিধ প্রকার ক্যামোফ্লাজ বুঝতে পারবো এবং নিজেকে, নিজের পরিবারকে ও আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারবো, তার সহজ,সরল পন্থা গুলিকে সমন্বিত করা হয়েছে এই বইয়ে। এমন দাবী করতেই পারিনা যে, যা আমি উপলব্ধি করেছি এবং মনের খেয়ালে বইয়ের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি,সেটিই একমাত্র সত্য। এমন সম্ভাবনা ভীষণ ভাবেই আছে যে আমার চেয়ে শত সহস্রগুণ ভালো ভাবে অনেকানেক পণ্ডিতেরা আগামীতে লিখবেন এবং এই বিষয়ে সমাজকে আলোকিত করবেন। তবুও পাণ্ডিত্যবর্জিত সাধারণ বুদ্ধির উপলব্ধি স্বরূপ এই বইয়ের মৌলিকতা হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে। শতক্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই বইটি যদি সামান্যতম প্রভাবও আপনাদের সামনে রাখতে পারে, তাহলেই আমার পরিশ্রম ধন্য হবে।

পরিশেষে আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ভারতপ্রেমী দাদাভাইবন্ধু ও দিদিবোনদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দিই। আমার পরলোকগত পিতা এবং মাতৃদেবীর আশীর্বাদ ছাড়া এই কাজ সম্ভব ছিলনা। দীর্ঘদিন যাবদ বহু ছিন্নভিন্ন লেখা লিখলেও বই আকারে সেগুলি প্রকাশ করার অনুপ্রেরণা যাদের কাছে পেয়েছি তাঁরা হলেন শ্রী মুরারীকৃষ্ণ রায়, প্রখ্যাত লেখক ড.রতন ঘোষ এবং শ্রী শুভময় দেবনাথ দা। এঁরা ছাড়াও "আমি ভারত বলছি" ট্রাস্টের সকল সদস্য এবং সমর্থকদের আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানায়। পরিশেষে যার কথা না বললে সত্য বিকৃত হবে, আমার সেই সহধর্মিণী শম্পা চক্রবর্ত্তী(নার্জিনারী)-র সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া আমার কোন কাজই পূর্ণ হতো না।

দেবজ্যোতি চক্রবর্ত্তী

প্রাণভোমরার সন্ধানে

প্রথম অধ্যায়— বামপন্থার পরিচিতি

পূর্ব কথা— কার্যকারণ অনুসন্ধান

প্রাজ্ঞজনেরা বলেন এই বিশ্ব চরাচরে সংগঠিত সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্রিয়ার পেছনে নিশ্চিত কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এমন উচ্চমার্গের বোধ আমার না থাকলেও, অকারণে হঠাৎ করেই কিছু হয়না, এটি আমিও সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ ব্রহ্মরূপ প্রকাশ হিসাবে যথোচিতভাবে এই সৃষ্টি কত বিলিয়ন বৎসর আগে রচনা করেছিলেন তাও বিশদ গবেষণার বিষয়। কিন্তু সৃষ্টি সেখানেই থেমে ছিল না কখনোই। নিরন্তর পুরুষ ও প্রকৃতি নিজের খেয়ালে না জানি কত সহস্র সৃষ্টি করে চলেছেন অবিরত। সৃষ্টিশীলতা মানব মনের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিতে ঘটে চলা বিবিধ প্রকরণ, মানব মনের বিকাশ এবং সৃষ্টিশীলতাকে প্রতিনিয়ত বলিষ্ঠ করে। যদিও পেশাদার কলমচি আমি কখনোই নই তবুও যে সৃষ্টি করবো বলে দৃঢ়প্রত্যয় করেছি, সেই সৃষ্টির কার্যকারণ নিঃসন্দেহে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের কদর্য অধ্যায়ে।

হতভাগ্য বা হতভাগা শব্দ দুটির মধ্যে একটি 'য'-ফলা ও একটি 'আ'-কারের তফাৎ হলেও বাঙালি হিন্দু জাতির সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বাঙালী হিন্দুর জন্য দুটি শব্দই যথাযথ বিশেষণ। যদিও এইক্ষেত্রে উল্লেখ করে দেওয়া একান্তরূপেই প্রয়োজন যে বাঙালীর ইতিহাস এবং বাঙালির অস্তিত্ব মানেই হিন্দু, এখানে বিজাতীয় কোন সংস্কৃতির তিলমাত্র জায়গা নেই। কোন একটি প্রকান্ড আধারে সময়ের সাথে মিশ্রণ ঘটাটাই স্বাভাবিক, পেশীর জোরেও মিশ্রণ ঘটানো যেতে পারে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পাত্রের শরবতকে মদ্য বলে বা পরমান্নকে নিমবেগুন বলে ডাকবো। তাই বাঙালি ও বাংলা ভাষার মধ্যে যত খুশী আরবিয়ানার অনুপ্রবেশ ঘটানো হোক না কেন,

"গঙ্গারিডি সভ্যতার" উত্তরসূরী এই বাঙালি ভাষাগোষ্ঠী, আপাদমস্তক হিন্দু সনাতন সংস্কৃতিরই এক অভিন্ন অংশ মাত্র। যাইহোক এতো প্রাচীন জাতির সহস্র বৈচিত্র্য ভরা ইতিহাসের সার্বিক বিশ্লেষণ একপ্রকার অসম্ভব এবং একটি গ্রন্থে তার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার কল্পনা করাও বাতুলতা। এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতিকে কালিমালিপ্ত করে যে বামপন্থী ষড়যন্ত্রকারীদের দল ভারতবর্ষকে আব্রাহামিক উপনিবেশবাদীদের সহমর্মিতার আড়ালে বামপন্থার সাম্রাজ্যে পরিণত করতে চাই, তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ খুলে নেওয়া। বিগত এক দশকের কিছু অধিক সময় যাবদ ভারতবর্ষ তথা বিশ্বব্যাপী হিন্দু সনাতনী সমাজ নব উদ্যমে উত্থিত হয়েছে। আগের চেয়ে অনেকবেশি সঙ্ঘবদ্ধ হতে পেরেছে ভারতীয় সমাজ। তবুও মনে রাখতে হবে এটাই যথেষ্ট নয়। সনাতন সংস্কৃতির চরমতম শত্রুরা দাঁতনখ বার করে তীব্র ঘৃণা ও ষড়যন্ত্রকে হাতিয়ার বানিয়ে আঘাত করতে উদ্যত। সঙ্ঘবদ্ধ সনাতনী সমাজ এদের কাছে ভীষণ বড় একটি সমস্যা। সনাতন ঐতিহ্য বিরোধী সকল বাদানুবাদী শিবিরগুলির পারস্পরিক স্বার্থজনিত সঙ্ঘাত থাকলেও, এই একটি জায়গায় এরা সহমত পোষণ করে। এরা জানে যে এদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাজত্ব করার বাসনার পথে, ভারতীয় তথা হিন্দু জনজাতির ঐক্য একমাত্র অন্তরায়। এরা চাইবে সমাজের মধ্যে অস্থিরতা, হীনমন্যতা ইত্যাদি তৈরী করতে। এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য এদের আটকাতেই হবে, এটাই যুবসমাজের প্রধান কাজ এখন। তাই নবোত্থিত ভারতীয় যুবশক্তির এখন প্রয়োজন উপকরণ, বৌদ্ধিক উপকরণ। বাস্তবে এই সংগ্রাম কখনোই দৈহিক নয়, এটি নিঃসন্দেহে একটি বৈচারিক লড়াই। বৈচারিক লড়াই ছুরি-চাকু-তলোয়ার দিয়ে লড়া যায় না, এই লড়াইয়ের হাতিয়ার হলো আপনার বৌদ্ধিক ব্রহ্মাস্ত্র। ভারতবিরোধীদের মস্তিষ্কপ্রসূত অজস্র মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্রের দ্বারা যে প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো হচ্ছে, সেগুলিকে সঠিকভাবে প্রতিরোধ করতে গেলে আমাদের সকলের প্রয়োজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তি ও তথ্যের সম্ভার। শত্রুকে প্রকৃষ্ট রূপে জানা, যুদ্ধের প্রথম সফল পদক্ষেপ।

বৈচারিক শত্রু অনেক হলেও তাদের সাধারণভাবে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, বহিঃশত্রু এবং আভ্যন্তরীণ শত্রু। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে তবুও লড়াইয়ের পথ থাকে, যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন করার অবকাশ থাকে, শত্রুকে ধ্বংস করে দেওয়ার ছাড়পত্র থাকে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শত্রু বড় কঠিন বিষয়। এরা আপনার, আমার জীবনে বিভিন্ন সম্পর্কের বুনোটে জড়িয়ে থাকে এবং জড়িয়ে রাখে।

আমার, আপনার অগোচরেই এই ঘরের শত্রুরা পুষ্ট হয় এবং এদের প্রতিহত করার ক্ষণে আমরাও কুরুক্ষেত্রের অর্জুনের মতো দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ি,দুর্বল হয়ে পড়ি। যে মুহূর্তে গান্ডীব তুলে ধরার কথা সেইসময় আমরা স্বাভাবিক হৃদয়মথিত আবেগের বশবর্তী হয়ে আভ্যন্তরীণ শত্রুদের সমাজের মধ্যে আরও বেশী করে ঘৃণা ও দুর্বলতা তৈরী করার সুযোগ করে দিই। সুদীর্ঘকাল যাবদ শ্রীমদ্ভাগবত গীতার অপব্যাখ্যা এবং ইছাকৃত ভন্ডামির কারণে ঈশ্বরবিশ্বাসী আমরা গান্ডীব হাতে না তুলে স্মরণ করি ভগবানের বাণী— "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজামহ্যম। পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"।। যখনই অধর্মের উত্থান হবে শ্রীভগবান অবতার নিয়ে আসবেন এই ভরসাতে আমরা হাতের গান্ডীব ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো অপেক্ষায় বসে থাকি। বোধের অভাবে আমরা ভুলে যায় সেই গীতাতেই পরিশেষে বলা আছে "যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম"।। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগ বা পথের, উপায়ের সন্ধান দেবেন কিন্তু ধনুর্বান হাতে কুরুক্ষেত্রের মাঠে লড়াইটা আমার আপনার মতো অর্জুনকেই লড়তে হবে। আভ্যন্তরীণ শত্রু,যাদের বড় আপন বলে ভেবে মানসিক দুর্বলতার শিকার হয়ে যায় আমরা, তাদের বিরুদ্ধে গান্ডীব হাতে না তুলে নিলে একদিন এই দুর্যোধনেরাই অট্টহাস্য করবে আর আপনি আমি সর্বস্য হারিয়ে স্ত্রী-সন্তানের হাত ধরে রাজ্যহারা হয়ে বনবাসী হবো।

এই মুহূর্তে ভারতের ভিতরে বসে ভারতকে, ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য যতগুলি মুখ ও মুখোশ দেখতে পাচ্ছেন, এরা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বামপন্থার দ্বারা পুষ্ট বা সমর্থিত। এমনকি ধর্মকেন্দ্রিক যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ভারতের বিপক্ষে প্রতিনিয়ত লড়াই করে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছে, তাদেরও পিছনে আসলে বামপন্থার প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে। তাই সকল শত্রুদের মধ্যে বামপন্থার স্বরূপ চেনা এবং আগামীর ভারতের জন্য বৈচারিক স্তম্ভ নির্মাণ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সাধারণত আমরা, আমাদের সাধারণ জীবনে দার্শনিক সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিই। তার কারণ আমাদেরকে যেটুকু দেখানো হয় বা যেটা আমাদের শেখানো হয়, সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আমরা পরিচিত হয়ে থাকি। ফলত আমাদের দৃষ্টিকোণ সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। তার ফলে আমরা অন্যান্য বিষয়ের মতোই যখন বামপন্থার বিষয়ে আলোচনা করতে যায় তখন আমাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা চলে আসে। বামপন্থাকে, রাজনৈতিক বামপন্থার চশমা

দ্বারা বিচার করার প্রবণতা। বাস্তবে এই প্রবণতা একদমই সঠিক নয় বরং বামপন্থার বাস্তবিকতাকে চেনার পথে এই সীমাবদ্ধ ভাবনাই হলো প্রধান অন্তরায়। বামপন্থা বলতে আসলে যে বিরাট এক বিধ্বংসকারী মতবাদ বুঝায় তার অনেকগুলি শাখা বা প্রশাখার মধ্যে রাজনৈতিক বামপন্থা একটি শাখা মাত্র। অথবা বলা চলে রাজনৈতিক বামপন্থা হলো বামপন্থী আদর্শের প্রশাসনিক বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবে রাজনৈতিক বামপন্থার যে রূপের দ্বারা বামপন্থাকে চেনার চেষ্টা চলে সেটি মোটেও বামপন্থার আসল রূপ নয় বরং বলা চলে মূল বামপন্থার সহজতর অ্যাপ্লাইড বা ফলিত রূপ মাত্র। বিষয়টিকে সহজ ভাষায় বললে ডাক্তারবাবুদের মতো করে বলা চলে। রোগীদের জ্বরের বিষয়ে ডাক্তারবাবুরা প্রায়শই বলে থাকেন জ্বর কোন রোগ নয়, এটি অন্য কোন রোগের উপসর্গ মাত্র। বামপন্থার রাজনৈতিক রূপ সেই জ্বরের মতো, এটি একটি উপসর্গ। আসল রোগটি লুকিয়ে বসে আছে অন্যত্র, সেটিকে খুঁজে চিকিৎসা না করা পর্যন্ত জ্বর বারবারই ঘুরে আসবে।

রূপকথার গল্পে রাজকন্যাকে অপহরণ করে তেপান্তরের মাঠ পেড়িয়ে নিয়ে যায় রাক্ষস। সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে মারার জন্য সাহসী রাজকুমার ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়িয়ে পরে। রাক্ষসকে মারতে গিয়েও বারবার ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার পরে রাজকুমার জানতে পারে রাক্ষসের 'প্রাণভোমরা' লুকিয়ে আছে দূরে এক ব্যাঙের পেটের ভিতরে। রাক্ষসকে মারতে গেলে ওই ব্যাঙের পেট চিড়ে প্রাণভোমরাকে খুঁজে বার করে মারা একমাত্র উপায়। রূপকথার এই গল্পের সবটাই কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু মানবসভ্যতাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন কালখন্ডে যে সকল রাক্ষস বা রাক্ষসী প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়েছে সেই সকল রাক্ষসগুলিরও প্রাণভোমরা লুকিয়ে থাকে অন্য কোথাও। রাক্ষসের যে দেহ বা রূপ মানবসমাজ দেখে এবং লড়ার সঙ্কল্প নেয় সেটি বাস্তবে একটি আলেয়া মাত্র। বামপন্থার চেয়ে ভয়াবহ এবং ক্ষতিকারক রাক্ষস আমাদের ইতিহাসে দ্বিতীয় নেই। সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের প্রাণভোমরাকে খুঁজে বার করার জন্য তথাকথিত যে ধারণা আমাদের তৈরী হয়েছে সেটিকে আগে ভুলে যেতে হবে এবং অনুসন্ধান করতে হবে উৎস থেকে।

তথাকথিত 'বামপন্থা'-র আমদানী হয়েছে মূলত ঔপনিবেশিক চেতনার আঁতুড়ঘর ইউরোপ থেকে। নয় নয়টি বলিষ্ঠ দর্শন এবং তাদের বহুবিধ শাখা দ্বারা অভিমন্ত্রিত ভারতভূমির অধিবাসী হিসাবে আমরা যদি বামপন্থার দার্শনিক অনুসন্ধান করতে চাই, তাহলে সর্বাগ্রে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে আধুনিক